কোন প্রকারে কিছুমাত্র ন্যূন নহে”। শ্রীউদ্ধবের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের এই সকল উক্তি থাকার জন্য শ্রীমান্ উদ্ধব যে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ১১।১৬ অধ্যায়ে বিভূতিবর্ণন প্রসঙ্গেও “ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্” “হে উদ্ধব! তুমি কিন্তু নিখিল ভাগবতগণ-মধ্যে আমি” এইরূপ বিশেষ উক্তি শ্রীমান্ উদ্ধবের নিত্যসিদ্ধত্বের প্রতি অভ্রান্ত প্রমাণ। অতএব, সেই নিত্যসিদ্ধ উদ্ধবের প্রতি সর্ব্বত্যাগ-মার্গের উপদেশ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া অন্য বিষয়াবিষ্ট জীবসমূহকে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্র যেখানে যেখানে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদকে অন্য আবেশ ত্যাগ ও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই সমুদয়স্থলেই বুঝিতে হইবে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য জীবসমূহকেই উপদেশ করা হইয়াছে। অতএব, “জহল্লক্ষণায়” অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতিস্ম” গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিয়াছিল। এস্থলে যেমন জলপ্রবাহরূপা গঙ্গাতে বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করতঃ গঙ্গাতীরে বাস অর্থই বুঝিতে হইবে, তেমনি এস্থলেও শ্রীউদ্ধবের সর্ব্ববিষয়ে আবেশশূন্যতা ও শ্রীভগবানে নিত্য আবিষ্টতা আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি এই সর্ব্বস্নেহত্যাগ ও শ্রীভগবানে গাঢ় আবিষ্ট হইবার উপদেশ করা সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য এই শ্লোকে “ত্বং” এই পদের অর্থে তোমার কথা অনুসরণকারী ভক্ত যে জন হইবে, সেই জন সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে। এস্থলে বিচরণ করুক্ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আবার “সমদৃক্” পদের অর্থেও আমাভিন্ন অন্যত্র হেয় বা উপাদেয়বুদ্ধিশূন্য হওয়া বুঝিতে হইবে। “ত্বন্তু” এই ‘তু’ কারের অর্থেও বহির্মুখভাব-নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও পূর্ব্বে এইরূপেই নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—হে প্রভো! তোমার দাস যে আমরা তোমাকর্ত্তৃক স্বীকৃত মাল্য, গন্ধ, বসন, অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অনায়াসে তোমার দুর্জ্জয়া মায়া জয় করিবার ক্ষমতা রাখি। কারণ যে যাহার খায় না পড়ে না, সে তাহার চোখরাঙ্গাণির ধার ধারে না। তেমনি আমরা মায়ার কিছু খাইব না, পড়িব না, অতএব মায়ার অধিকারেও থাকিব না। কারণ আমরা তোমার দাস, তোমারই প্রসাদি বসন-ভূষণ ধারণ করিব এবং তোমারই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া মায়া জয় করিব। যে সকল মুনীশ্বরগণ দিগম্বর ঊর্দ্ধরেতা আত্মতত্ত্ব-অনুশীলনে শ্রমশীল সর্ব্ববিষয়ে ত্যাগশীল এবং অন্তঃকরণ সংযমবিশিষ্ট ও রাগাদি মলশূন্য, তাহারা তোমারই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনামক